ভক্তি আন্দোলনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলি আলোচনা করো।

উত্তর

দীর্ঘ 300 বছরের সুলতানি রাজত্বকালে ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। তৎকালীন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে সর্বপ্রথম এক বৈদেশিক বিধর্ম এসে আঘাত হানে। এই পরিবেশে মানুষের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার যেমন পরিবর্তন ঘটেছিল তেমনি একে অন্যের সঙ্গে সংস্পর্শে আসায় দুই ধর্মেই নানা ধরণের সংস্কার ঘটে। সেই সংস্কারগুলির রূপও ছিল নানা রকমের। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তঃনিহিত ও স্বআরোপিত দুর্বলতা, বৌদ্ধ ধর্মের পতন এবং অতিক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে জৈন ধর্মের আবদ্ধ হওয়ার ফলে ইসলামের নতুন আদর্শ ও তথ্য প্রায় সমগ্র ভারত জুড়ে দ্রুত প্রসার লাভ করে। সনাতন হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম এবং রাজশক্তির প্রত্যাশা বা প্রচ্ছন্ন সমর্থন পুষ্ট ইসলাম ধর্মাদর্শের স্বাভাবিক প্রসার সুলতানি আমলের প্রথম পর্বের ধর্ম ভাবনার মূল সুর হিসাবে পরিগণিত হয়ে আছে। বিধি বিধানের বিরোধিতা হিন্দু ধর্মে ছিল। ক্রমে ইসলামের মধ্যেও এক ধরণের স্বাধীনচেতা, সংস্কারপন্থী মনোভাবের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এই পটভূমিতে ভারতে ধর্মীয় বিবর্তনের ইতিহাসে এক উদার ও সমন্বয়বাদী ধর্ম তাত্ত্বিকের অভ্যুত্থান ঘটে। সাধারণভাবে সেরা সন্ত বা অতীন্দ্রিয়বাদী সাধক নামে অভিহিত হন। অতীন্দ্রিয়বাদী বহু সাধক ভারতের ধর্মজীবনে ত্রয়োদশ শতক থেকে ষোড়শ শতকে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করে আছেন।

'প্রাথমিকভাবে ভক্তি বলতে বোঝায় ভাগাভাগি। ড. রামশরণ শর্মা দেখিয়েছেন যে ঋগ্বেদেও ভক্তি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে সমাজে প্রথম ভক্তির শিকড়ের ক্ষেত্রে রাজা ও কর্মচারীর সম্পর্কের ভূমিকা ছিল। তবে ধর্মের ক্ষেত্রে ভক্তিবাদের সূচনা ছিল স্বতন্ত্র। ভারতের আদি মধ্যযুগের সূচনার সপ্তম শতকের দক্ষিণ ভারতে ধর্মে ভক্তিবাদের সম্ভাবনা ঘটে। এক্ষেত্রে ভক্তি বলতে সাধারণত ঈশ্বরের কাছে-ভক্তের সম্পূর্ণ আত্মার সমর্পণ বোঝায়। দক্ষিণ ভারত থেকে শুরু করে হয়ে চৌদ্দশ শতক থেকে এই ভক্তিবাদ ভারতবর্ষে ব্যাপক আকার ধারণ করে। দিল্লির সুলতানি আমলে ছিল ভক্তিবাদের সূচনা ঘটিয়েছিলেন প্রবীনত রামানন্দ। রামানন্দের প্রচার শিক্ষাকে বিশ্লেষণ করে ড. তারাচাঁদ লিখেছেন যে এরাই তার রক্ষণশীল এক বিপ্লবাত্মক ভাবধারার জন্ম দিয়েছিলেন, এই পরিবেশ আকস্মিক সৃষ্টি হয়নি দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে উত্তরের

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাধিনের প্রভেদ ছিল যথেষ্ট। তাই ভক্তিবাদের বিকাশের কারণ ও প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদ অবশ্যই মানবতাবাদী ছিল। কিন্তু তা কখোনো বর্ণভেদ দূর করতে বলেনি। কিন্তু উত্তরের ভক্তিবাদ বৈপ্লবাত্মক পরিবেশ তৈরি করে দেয়।

উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভক্তিবাদ তার নিজ বৈশিষ্ট্য দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। পাঞ্জাবে এর প্রভাব ছিল অত্যন্ত শীথিল। মহারাষ্ট্র, দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারতের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। এরফলে এখান থেকে সহজযান ভক্তি ভাবধারার প্রসার ঘটে। ড. সতীশচন্দ্র মনে করেন- হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রশ্নে রাষ্ট্রকূট গুর্জর- প্রতিহার এবং পাল রাজাদের মধ্যে যে দীর্ঘ যুদ্ধ ঘটেছিল তার ফলে গাঙ্গেয় উপত্যকায় ভক্তিবাদের প্রসার সেনাদের যোগাযোগের ভিত্তিতে প্রসার ঘটেছিল। এই ব্যবহারিক যোগসূত্রকে ধর্মীয় আবরণ দিয়ে দৃঢ় করেন সাধক রামানন্দ। অন্যদিকে ড. রামশরণ শর্মা বলেছেন হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর থেকে তুর্কিদের আগমন পর্যন্ত সময়কালে উত্তর ভারতে কেন্দ্রীয় শক্তির অনুপস্থিতির ফলে স্থানীয় ভূমধ্যিকারীদের ক্রমবর্ধমান হয়ে শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছিল। এর পাশাপাশি রাজনৈতিক অনৈক্যের কারণে বাণিজ্যের ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে এবং নগরগুলির অবক্ষয় শুরু হয়। এমন পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র ক্রমবর্ধমান হারে রক্ষণশীল হতে থাকে। এইসময় আবার রাজপুতদের উত্থান সূচিত হয়েছিল। তবে রাজপুতদের এই আদিম চরিত্র নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে।

—তবে যাই হোক তাদের ক্ষমতার বৃদ্ধি এই সময় থেকেই লক্ষ করা যায়। এই সময় উত্তর ভারতে এই ভূমধ্যিকারী শ্রেণীর সঙ্গে ব্রাহ্মণদের এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মূর্তি পূজার আধিক্য লক্ষ করা যায়। এই সময় হিন্দু জগতের কর্ম যার ভিত্তিতে পরজন্মকে ধার্য্য করার চেতনা কাজ করত। এই শ্রেণীর সাথে ক্ষত্রিয়দের বোঝাপড়ার একধরণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার গড়ে ওঠে। ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণ বিধিগুলিকে সমাজের অন্যান্য স্তরে বিরোধীতা শুরু করে। এই পরিবেশে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার প্রতিপক্ষ হিসাবে সমাজে এক ঈশ্বরবাদের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। যার ফলে শুরু হয় ভক্তি আন্দোলন।

উত্তর ভারতে এইরূপ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম ধর্মের আগমন ঘটলে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দুটি মতাদর্শ ইসলামের অন্দরে প্রবেশ করলে তার প্রভাব ভারতে এসে পড়ে। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় অনুশাসন, প্রতিষ্ঠান, ইসলামের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। ভারতে মানুষ দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বাস করত যে দেবমন্দির ও বিগ্রহের অসম্মান হলে মহা বিপদ ঘটবে। কিন্তু তুর্কিরা এই সময় নির্বিচারে মন্দির ধ্বংস করলে, মূর্তি ভাঙলে এবং ব্রাহ্মণদের হত্যা করলে এর কোনো প্রভাব মুসলমানদের ওপর এসে পড়েনি এবং তাদের কোনো ক্ষতিসাধনও হয়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুদের যুগ যুগের বিশ্বাস ভেঙে যায় এবং সমাজ ব্যবস্থার মানুষ ধর্ম সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শুরু করে।

সুলতানী আগমনের ফলে ভারতবর্ষে গুপ্তযুগের থেকে শুরু হওয়া যে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলে আসছিল তার অবসান ঘটে। ভারতবর্ষে পুনরায় এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের নগরের যে অবক্ষয় শুরু হয়েছিল এবং বাণিজ্যের যে অধঃগতি শুরু হয়েছিল তা পুনরায় পুনঃরুজ্জীবিত হতে শুরু করে। ফলে বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং নগরায়ণের প্রসার ঘটতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে দেশের সার্বিক অগ্রগতি যেমন লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তেমনি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও এর প্রভাব অনিবার্যভাবে এসে পড়েছিল। ত্রয়োদশ শতক থেকে ~~যে গ~~ এই পরিবর্তনে যে আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল তাকে আশ্রয় করেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ভক্তিবাদের উত্থান বা বিকাশ ঘটে।